إثبات نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام قبل الساعة
فى الكتاب والسنة الصحيحة والرد على أهل الشبهات والملحدة

বিভ্রান্তির প্রতিবাদে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে 'ঈসা 'আলায়হিস সালাম -এর পুনঃআগমন

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

বিভ্রান্তির প্রতিবাদে
কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
‘ঈসা ‘আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপাল- মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা
প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

বিভ্রান্তির প্রতিবাদে
কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
‘ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
Web: www.aldinalislam.com
E-mail: m.shahidullah.khan@gmail.com

প্রকাশনায় : আল-খাইর পাবলিকেশন্স
নাজির বাজার, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৯৭২-২৪৪২৪৪, ০১৯৮৫-১০৩৬২৭

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৪ ঈঃ

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
E-mail: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : আফতাব আর্ট প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ২৪/- (চব্বিশ টাকা) মাত্র

প্রসঙ্গ কথা

আল হাম্‌দুলিল্লা-হ ওয়াস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রাসূলিল্লা-হ 'আম্মা- বা'দ। বেশ কিছুদিন হল অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মাদ হাসান আলী **"ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে কিছু কথা"** শিরোনামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখে আমার ঠিকানায় পাঠান এবং আমার মতামত জানতে চান। ব্যস্ততার মধ্যেও বইটি একনজরে পড়লাম। পড়ে আশ্চর্য হলাম যে, একজন মুসলিম কি করে কুরআন ও সহীহ হাদীস বর্জিত এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে? ফোনে কথা হল, লেখকের ত্রুটি সম্পর্কে জানালাম, তিনি আমাকে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণসহ লিখিত জবাবের জন্য অনুরোধ জানালেন। 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম পুনঃআগমন করবেন না, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বিনা বাপে জন্মাননি বরং তার বাবা রয়েছে– ইত্যাদি কথাগুলো কুরআন-সুন্নাহয় বিশ্বাসী কোন মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে না। কেবলমাত্র যে কুরআন-সুন্নাহ হতে অনেক দূরে সরে গেছে এবং খ্রিষ্টান ও মুতাযিলাদের কাছে প্রভাবিত হয়েছে সেই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ব্যস্ততার মধ্যেই কলম ধরলাম, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে থেমে গেল সময় হলো না। লেখক অধ্যক্ষ সাহেব-এর মাঝে বেশ অসুস্থ হয়ে গেলেন, অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বার বার ফোনে অনুরোধ জানালেন– আমি যেন সঠিক 'আক্বীদাহ্ নিয়ে যেতে পারি, আমাকে তাড়াতাড়ি লিখিত জবাব জানাবেন! শত ব্যস্ততার মাঝে কোন ভাবেই সুযোগ করতে পারছিলাম না। রামাযান শুরু হল, শেষ দশকে ই'তিকাফে বসার সুযোগ পেলাম। ভাবলাম এটাই একটা সুযোগ, আবার হাতে কলম নিলাম। আমার সাথে প্রায় ৩৫ জন নাজির বাজার বড় জমে মাসজিদে ই'তিকাফে বসলেন, প্রত্যহ তাদের জন্য হাদীসের বিশেষ দারস্ প্রদান করতাম এবং 'ইবাদাতের ফাঁকে লেখার বাকী অংশ সম্পূর্ণ করলাম। আল হাম্‌দুলিল্লাহ। আশাকরি লেখক অধ্যক্ষ সাহেবসহ যাদের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে আমার এ ক্ষুদ্র চেষ্টার মাধ্যমে সঠিক পথে হিদায়াত দিবেন এবং 'আলিম সমাজও এর মাধ্যমে সঠিক জবাব পেয়ে সাধারণ জনগণকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবেন ইন্‌শা-আল্লা-হ। হে আল্লাহ! আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করে নিন, আমীন!

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
২৬ রামাযান ১৪৩৫ হিঃ, ২৫ জুলাই ২০১৪ ঈঃ
নাজির বাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য, কিন্তু প্রকাশ্য শত্রু ইবলীসের চক্রান্তে স্রষ্টার আনুগত্যশীল না হয়ে যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায়, তখন অবাধ্য জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নাবী-রাসূল প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا﴾

"আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ সম্বন্ধে লোকদের কোন আপত্তি বা বিরোধ না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"[১]

তিনি আরো বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা নির্দেশ দিবে : তোমরা একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং সকল প্রকার ত্বাগূত বর্জন কর।"[২]

আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি সাধারণভাবে ঈমান আনা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

[১] সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৬৫ আয়াত।

[২] সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৩৬ আয়াত ।

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

"রাসূল স্বীয় প্রতিপালক হতে তৎপ্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও বিশ্বাস করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাগণকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমান আনয়নে) কাউকে পার্থক্য করি না। তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[৩]

নাবী-রাসূলগণকে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানের অঙ্গ, তেমনি নাবী-রাসূলগণের প্রতি অশোভনীয় ধারণা পোষণ করা বা অস্বীকার করাও কুফ্‌রীর অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[৪]

হাদীসেও একইভাবে ঈমানের বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ.

[৩] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৫ আয়াত ।

[৪] সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৩৬ আয়াত ।

আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তার রাসূলগণকে, পরকালকে এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দকে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।[৫]

অতএব নাবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কারো পক্ষে মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। আর নাবী-রাসূলদের ব্যাপারে না জানলে ঈমানও আনা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল আমরা নাবী-রাসূলদের ব্যাপারে কিভাবে অবগত হব? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলতে পারি যে, নাবী-রাসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত; সুতরাং তাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল অবগত করাতে পারেন– তাঁর বাণী আল-কুরআনের মাধ্যমে অথবা তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহীহ হাদীসের মাধ্যমে। এছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তথ্য কখনও নির্ভুল হতে পারে না, বিশেষ করে গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানদের তথ্য কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা সকল নাবী-রাসূলের প্রতি অন্যায়-অবিচার করেছে, তাঁদেরকে মিথ্যারোপ করেছে। এমনকি অনেক নাবী-রাসূলকে অন্যায়ভাবে হত্যাও করেছে। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহর ব্যাপারেও মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে তারা কম করেনি। (আল্লাহ আমাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে হেফাযত করুন- আমীন)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾

"আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট পূর্বে বহু রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল রয়েছে যাদের কথা আমি তোমাকে বলিনি।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মোট পঁচিশ জন নাবী-রাসূলের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পাঁচজন, যাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় : ﴿أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ "দৃঢ়প্রতিজ্ঞসম্পন্ন

[৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫০, সহীহ মুসলিম হাঃ ০১।

[৬] সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৬৪ আয়াত ।

রাসূলগণ।"[৭] তাঁরা হলেন : নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা ও মুহাম্মাদ আলায়হিস্ সালাম। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় কুরআন, অতএব কুরআনে তাঁর আলোচনা সবচেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক, আর বাকী চার জনের মধ্যে মূসা আলায়হিস্ সালাম ১৩৬ বার, ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ৬৯ বার 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম ৫৯ বার এবং নূহ আলায়হিস্ সালাম ৪৩ বার কুরআনে আলোচনা এসেছে।

নাবী-রাসূলগণ কুরআন ও সুন্নাহয় যেভাবে পরিচিত হয়েছেন আমরা তাঁদেরকে সেভাবেই জানব ও বিশ্বাস করব। বিশেষ করে যে পাঁচজনের আলোচনা বেশি বেশি পাওয়া যায় তাঁদের বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বেশ কিছু দিন হল জনাব অধ্যক্ষ হাসান আলী **"ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে কিছু কথা"** শিরোনামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন এবং আমার কাছে সৌজন্য সংখ্যা প্রেরণ করেন। পুস্তিকাটি পড়ে দেখলাম তিনি 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম প্রসঙ্গে চারটি বিষয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন : ১. 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন হবে না, ২. 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম বিনা বাপে জন্ম গ্রহণ করেননি, ৩. 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম জীবিত নেই তিনি প্রকৃতই মারা গেছেন, ৪. আল্লাহ তাঁকে কখনই মরা মানুষ জিন্দা করার ক্ষমতা দেন নাই।

বইটি পড়ে আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, একজন শিক্ষিত মানুষ যিনি কুরআন সুন্নাহয় বিশ্বাসী তিনি কিভাবে কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী এ ভ্রান্ত আকীদাহ পোষণ করতে পারেন। শুধু তাই নয় বরং উপর্যুক্ত বিষয়সমূহে কুরআন সুন্নাহর সঠিক বিশ্বাসী ও আলোচকদের অনেক তুচ্ছ ও তিরস্কার করেছেন। আমি বইটি পড়ার সাথে সাথে ফোনে লেখকের সাথে কথা বলি এবং তাকে এ ভ্রান্ত চিন্তা বর্জন করে, তাওবা করে সঠিক বিশ্বাস পোষণের আহ্বান জানালে তিনি আমার কাছে লিখিত জবাব চান। অতি ব্যস্ততার মাঝে কয়েকবার কলম ধরতে চাইলেও সুযোগ হয়ে উঠেনি। কিন্তু লেখকের বার বার তাগিদে কলম ধরতে বাধ্য হলাম। আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা লেখকসহ আরো যারা ইয়াহূদ-খ্রিষ্টানদের অপপ্রচারে ভ্রান্ত ধারণায় চলে গেছে তাদেরকে উপকৃত করবেন,

[৭] সূরা আহক্বাফ ৪৬ : ৩৫ আয়াত।

ইনশাআল্লাহ। এ প্রত্যাশা রেখে কলম ধরছি- ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ ওয়া ইলাইহি উনীব, ওয়াবিল্লাহিল মুসতা'আন।

লেখকের চারটি বিষয়ের প্রথমটি এখন আলোচনা করব। অর্থাৎ **"ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন"**।

আমরা অবগত রয়েছি যে, ইসলামী 'আকীদাহর মূল উৎস দু'টি : ১. আল কুরআনুল কারীম ও ২. সহীহ হাদীস।

অতএব, আমরা প্রথমে কুরআন ও সহীহ হাদীসে "ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন" প্রসঙ্গে জানব এরপর লেখকের বক্তব্য পর্যালোচনা ও জবাব দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. কুরআনুল কারীমে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন

'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম উৎস আল কুরআনুল কারীমের একাধিক জায়গায় আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

"তিনি ('ঈসা আলায়হিস্ সালাম) তো কিয়ামতের নিদর্শন, সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ।"[৮]

আলোচ্য আয়াতে (إِنَّهُ) সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম তিনি কিয়ামতের অন্যতম আলামত বা নিদর্শন। অর্থাৎ 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর আগমন কিয়ামতের গুরুত্বপূর্ণ আলামত যা অসংখ্য সহীহ হাদীসে প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

[৮] সূরা আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৬১ আয়াত ।

"কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর ('ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্যদান করবেন।"[৯]

অর্থাৎ 'ঈসা আলায়হিস্‌-সালাম-এর পুনঃআগমনের পর ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা সকলে তাঁর মৃত্যু হওয়ার পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

সুপ্রিয় পাঠক এ পর্যায়ে আমরা কিছু গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলোকে সূরা যুখরুফের ৬১ নং আয়াতের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি :

এক. সর্বপ্রথম গ্রন্থ আকারে যে তাফসীর সংকলন করা হয়, যা أم التفاسير সকল তাফসীর গ্রন্থের মা বা মূল উৎস বলে পরিচিত, ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর আত্ তাবারী (রহঃ) তাঁর সংকলিত «جامع البيان فى تأويل القران» তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু মতামত থাকলেও গ্রহণযোগ্য মত হল :

عن ابن عباس ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ قال: خروج عيسى ابن مريم

ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্‌-সালাম-এর আগমন কিয়ামতের আলামত।

অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ও মুফাস্‌সির কাতাদাহ্, হাসান বাসরী, যাহ্হাক ও সুদ্দী (রহঃ) সকলেই একই ব্যাখ্যা করেন। এমনকি যাহ্হাক (রহঃ) আরো স্পষ্ট করে বলেন,

﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ يعنى خروج عيسى ابن مريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة.

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে নিদর্শন হল, 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্‌-সালাম-এর আগমন এবং আকাশ হতে তাঁর অবতরণ।[১০]

---

[৯] সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৫৯ আয়াত ।
[১০] বিস্তারিত দ্রঃ : সূরা যুখরুফ-এর ৬১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অত্র তাফসীর।

দুই. ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) সুপ্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত «تفسير القرآن العظيم» গ্রন্থে বলেন :

«بل الصحيح انه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ أى موت عيسى عليه الصلاة والسلام.... وهكذا روى عن أبي هريرة و ابن عباس و أبي العالية و أبي مالك و عكرمة و الحسن و قتادة و الضحاك و غيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا و حكما مقسطا».

“আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা‘আলার বাণী ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ এর সঠিক কথা হল (إِنَّهُ) সর্বনাম ‘ঈসা আলায়হিস সালাম-কে বুঝায়, কারণ আগের ও পিছের আয়াত হতে এটাই প্রমাণিত হয়, আর এর উদ্দেশ্য হল কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণ, যেমন আল্লাহ বলেন, “কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (‘ঈসা আলায়হিস সালাম) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। অনুরূপ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে ‘আব্বাস, আবুল ‘আলিয়্যাহ্, আবূ মালিক, ‘ইকরামাহ্, হাসান বাসরী, ক্বাতাদাহ্, যাহ্হাক প্রমুখ হতে বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুতাওয়াতির-অসংখ্য সনদে হাদীস প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা আলায়হিস সালাম ন্যায়, ইমাম ও নিষ্ঠাবান শাসক হিসেবে আগমন করবেন।”[১১]

তিন. ইমাম শাওকানী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর «فتح القدير» গ্রন্থে বলেন,

[১১] বিস্তারিত দ্রঃ : তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর ৪/১৩৯-১৪০ পৃঃ।

(وانه لعلم للساعة) قال مجاهد و الضحاك و السدى وقتادة : ان المراد : المسيح، وان خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطها، لان الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما ان خروج الدجال من اعلام الساعة....

"﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ক্বাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হল 'ঈসা মাসীহ আলায়হিস্ সালাম তাঁর পুনার্গমনে কিয়ামত সম্পর্কে জানা যাবে, কারণ তাঁর আগমন কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আকাশ হতে অবতরণ করাবেন, যেমন দাজ্জালের আগমন কিয়ামতের একটি আলামত..... ।"[১২]

চার. আল্লামা ইমাম শানকিতী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ «اضواء البيان فى ايضاح القران بالقران» বলেন,

«التحقيق ان الضمير فى قوله : (وانه) راجع الى عيسى لا الى القران ولا الى النبى صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله : (لعلم للساعة) على القول الحق الصحيح الذى يشهدله القران العظيم والسنة المتواترة، هو ان نزول عيسى فى اخر الزمان حيا علم للساعة أى علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها».

"সঠিক কথা হল (إِنَّهُ) এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম। কুরআন বা নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীসের আলোকে সঠিক অর্থ হবে : শেষ যামানায় জীবিত অবস্থায় 'ঈসা

[১২] বিস্তারিত দ্রঃ : ৪/ ৭৩৪ পৃঃ।

আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি অন্যতম আলামত।"[১৩]

পাঁচ. আল্লামা 'আব্দুর রহমান আস্ সা'দী স্বীয় গ্রন্থ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» এতে বলেন,

(وانه لعلم للساعة) أي وان عيسى عليه السلام لدليل على الساعة وان القادر على ايجاده من ام بلا اب، قادر على بعث الموت من قبورهم، وان عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ويكون نزوله علمة من علامات الساعة.

"﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ অর্থাৎ 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি অন্যতম দলীল, যে আল্লাহ 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে বাবা ছাড়া শুধু মা হতে সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি অবশ্যই মানুষের মৃত্যুর পর কবর হতে পুনরুত্থানে সক্ষম। আর 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম অবশ্যই শেষ যামানায় অবতরণ করবেন। তার অবতরণ বা আগমন কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি অন্যতম আলামত।"[১৪]

ছয়. আল্লামা আবূ বাক্‌র জাবির আল জাযায়িরী স্বীয় প্রসিদ্ধ তাফসীর «ايسر التفاسير» গ্রন্থে বলেন,

وقوله (وانه لعلم للساعة) اى ان عيسى عليه السلام لعلامة للساعة اى ان نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان علامة على قرب الساعة.

"আল্লাহর বাণী ﴿إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ এর অর্থ হল, শেষ যামানায় 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম একটি আলামত।"[১৫]

---

[১৩] বিস্তারিত দ্রঃ : অত্র আয়াতের তাফসীর, ৪/৪৭০।
[১৪] বিস্তারিত দ্রঃ : অত্র তাফসীরে সূরা যুখরুফের ৬১ নং আয়াত।
[১৫] বিস্তারিত দ্রঃ : অত্র তাফসীরে সূরা যুখরুফের ৬১ নং আয়াত।

সাত. সাউদী ধর্ম মন্ত্রণালয়-এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিশেষজ্ঞ একদল বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক সংকলিত «التفسير الميسر» এ বলা হয়েছে,

(وانه لعلم للساعة) اى وان نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليل على قرب وقوع الساعة.

"﴿إِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾ অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর অবতরণ ও আগমন কিয়ামত আসন্নের একটি অন্যতম দলীল বা প্রমাণ।"[১৬]

সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাতটি তাফসীর গ্রন্থ হতে যা উল্লেখ করা হল এতে একজন সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারবে যে, 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমন অবশ্যই ঘটবে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনুল কারীমেই রয়েছে যা অবজ্ঞা ও অস্বীকারের কোনই সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিষয়টি উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন আমীন।

২. হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমন :

কুরআনুল কারীমের পরই ইসলামী জ্ঞান, 'আকীদাহ্ ও বিধি-বিধানের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, মনে রাখা জরুরী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস তাঁর নিজস্ব কোন বক্তব্য নয় বরং আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াহী হিসেবেই এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى﴾

"আর তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না বরং তাকে যা ওয়াহী করা হয় শুধুমাত্র তাই বলেন।"[১৭]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সহীহ সনদে প্রমাণিত হলে অবহেলা ও অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

---

[১৬] বিস্তারিত দ্রঃ : অত্র তাফসীর সূরা যুখরুফের ৬১ নং আয়াত।

[১৭] সূরা আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৩-৪ আয়াত।

ফায়সালা গ্রহণ না করলে কারো পক্ষে মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"অতঃপর তোমার রবের কসম! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তারা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তারা কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নিবে।"[১৮]

প্রিয় পাঠক এখন আসুন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে কি তথ্য পাই একটু জানার চেষ্টা করি। 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে একটি সহীহ হাদীস হলেই যথেষ্ট, একাধিকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে একটি নয় বহু হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল :

প্রথম হাদীস :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾.

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, অতি

[১৮] সূরা আন্ নিসা ৪ : ৬৫ আয়াত।

শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম আগমন করবেন। অতঃপর তিনি ক্রস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন, জিযিয়া বা কর বন্ধ করবেন, সম্পদের প্রাচুর্যতা এত বেড়ে যাবে যে, কেউ নিতে চাইবে না। একটি সাজদাহ্ যেন দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সবচেয়ে উত্তম হবে। অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে পড়ে দেখ- আল্লাহ বলেন : "কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর ('ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আর কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবেন।"

(সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৫৯)[১৯]

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন কেমন মনে হবে যখন তোমাদের মাঝে ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম আসবেন অথচ তোমাদের ইমামই ইমাম হবে।[২০]

তৃতীয় হাদীস :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ. فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ.

---

[১৯] ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় বেধেছেন (بَابُ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام) "ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম অবতরণ প্রসঙ্গে" হাঃ ৩৪৪৮। ইমাম নববী (রহঃ) সহীহ মুসলিমে অধ্যায় বেধেছেন (بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ) "আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তভুক্ত শাসক হিসেবে 'ঈসা বিন মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ প্রসঙ্গে" হাঃ ১৫৫।

[২০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৪৪৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৫৫।

জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, আসুন সালাতে আমাদের ইমামতি করুন! তিনি বলবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এটা হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মাতের সম্মান।[২১]

চতুর্থ হাদীস :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، لَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নাবীগণ যেন একে অপরের সৎভাই। তাদের মা ভিন্ন। ধর্ম এক। আর আমিই 'ঈসা বিন মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম-এর সব চাইতে নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ আমি ও তাঁর মাঝে আর কোন নাবী নেই। তিনি নিশ্চয়ই দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে অতিসত্বর চিনে ফেলবে। যিনি হলেন লাল সাদা মিশ্রিত বর্ণের, গাঁয়ে দু'টি

[২১] সহীহ মুসলিম হাঃ ১৫৬।

কাপড় পরিহিত থাকবেন, যেন মাথা হতে ফোটা ফোটা পানি ঝরছে অথচ মাথা বা চুল ভিজা নয়। তিনি ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং কর/ট্যাক্স বন্ধ করবেন, সকল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ পৃথিবী হতে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম-মতবাদকে বিনষ্ট করে দিবেন এবং দাজ্জালকেও ধ্বংস করবেন। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ফলে পৃথিবীতে সিংহের সাথে উট এবং বাঘের সাথে গরু ও নেকড়ে বাঘের সাথে ছাগল নিরাপদে চলাচল করবে। ছোট বাচ্চারা সাপ নিয়ে খেলা করবে কিন্তু সাপ তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বছর থাকবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলিমগণ তাঁর জানাযা পড়বেন।[২২]

পঞ্চম হাদীস :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّجَّالُ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَالدُّخَانُ، وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ، مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

হুযায়ফাহ্ ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কামরার ছায়ায় উপবিষ্ট হয়ে কিয়ামতের আলোচনা করতেছিলাম আমাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কিয়ামত কখনোই সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড় বড় আলামত অবলোকন করবে। ১. পশ্চিম দিক

---

[২২] মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৯৬৩২, আল্লামা আহমাদ শাকের বলেন, হাদীস সহীহ; সুনান আবূ দাউদ হাঃ ৪৩২৬; সহীহ।

থেকে সূর্য ওঠা। ২. একটি বিশেষ পশু বের হওয়া। ৩. ইয়া'জূজ মা'জূজ বের হওয়া। ৪. দাজ্জাল-এর আগমন। ৫. 'ঈসা বিন মারইয়াম-এর আগমন। ৬. ধোঁয়া। তিন প্রকারের ভূমিধস : ৭. পূর্ব দিকে ভূমিধস। ৮. পশ্চিম দিকে ভূমিধস। ৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস। ১০. সর্বশেষটি হচ্ছে ইয়ামানের আগুন আদানের গভীর অঞ্চল থেকে বের হবে যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[২৩]

ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন সংক্রান্ত হাদীস সমূহ উল্লেখ করে বলেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু, 'উসমান বিন আবিল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু, নাওয়াস বিন সাম্'আন রাযিয়াল্লাহু আনহু, 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু, মাজমা' বিন জারিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হুযাইফাহ্ বিন উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রভৃতি সাহাবীগণ বর্ণনা করেন। হাদীস সমূহে 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর আগমনের সময়, স্থান, অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। এটা মূলত নাবী ﷺ-এর একটা ভবিষ্যদ্বাণী..... ।[২৪]

ইমাম সাফারীনী (রহঃ) বলেন :

اجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة، وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة، ممن لا يعتد بخلافه، وقد انعقد اجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء.....

"ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ একমত। ইসলামী শরীয়াতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। শুধুমাত্র তথাকথিত দার্শনিক ও নাস্তিকরাই দ্বিমত পোষণ করেছে, যাদের দ্বিমত পোষণে কোন যায় আসে না। কারণ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে যে, 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন হবে এবং মুহাম্মাদী শরীয়াতের মাধ্যমে

[২৩] সুনানে আবূ দাউদ হাঃ ৪৩১৪, সহীহ আল জামি' হাঃ ১৬৩৫।
[২৪] তাফসীর ইবনে কাসীর- ১/৫১৯।

শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। আসমান হতে অবতরণের সময় নতুন কোন শরীয়াত নিয়ে আগমন করবেন না।"[২৫]

'ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর পুনঃআগমন কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস এবং মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ জানার পরও কোন মুসলিম আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে না। কারণ এর পরও ভিন্নমত পোষণ করার অর্থ জেনে শুনে জাহান্নামের পথ বেছে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফেরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস!"[২৬]

ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর পুনঃআগমন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তা অগ্রাহ্য করা ও অস্বীকার করা সহজ কথা নয় বরং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"[২৭]

---

[২৫] লাওয়ামিউ আল আনওয়ার আল বাহিয়্যাহ্- ১/৯৪-৯৫ পৃঃ।

[২৬] সূরা আন্ নিসা ৪ : ১১৫ আয়াত ।

[২৭] সূরা আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭ আয়াত ।

'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ঘোষণা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মেনে না নিলে আপনার পক্ষে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহু আকবার! স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজে কসম করে বলেন। আল্লাহর বাণী,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তাঁর সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।"[২৮]

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল বার বাহারী কতই না সুন্দর বলেছেন :

اذا سمعت الرجل يطعن على الأثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار الرسول الله ﷺ، فاتهمه على الاسلام فانه ردئ المذهب والقول....وقال ايضا : من رد اية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله ﷺ فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم.

"যখন কোন ব্যক্তিকে হাদীসের ব্যাপারে দোষারোপ করতে শুনবে এবং সে হাদীস গ্রহণ করবে না, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেয়া কোন সংবাদ অস্বীকার করবে, জেনে রেখ তার ইসলাম সঠিক নয়, সে খুবই খারাপ কথা ও মতের মানুষ। .... তিনি আরো বলেন, কেউ যদি কুরআনের কোন একটি আয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে যেন পূর্ণ কুরআন প্রত্যাখ্যান করল, আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস প্রত্যাখ্যান করে সে যেন সকল হাদীস প্রত্যাখ্যান করল, সে অবশ্যই মহান

[২৮] সূরা আন্ নিসা ৪ : ৬৫ আয়াত ।

আল্লাহর প্রতি কুফ্‌রী করল, সে কখনও মুসলিম থাকতে পারে না।"[২৯] (নাউযুবিল্লাহ)

প্রিয় পাঠক মুসলিম ভাই ও বোন! 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে একাধিক আয়াতে প্রমাণিত হলেও আমরা মাত্র দুটি আয়াত সূরা যুখরুফ- ৬১ ও সূরা নিসা- ১৫৯ নং এবং অসংখ্য হাদীসের মধ্য হতে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের তিনটি, মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাউদের আরো দু'টি মোট পাঁচটি সহীহ্ হাদীস ও সুস্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি। আয়াত দু'টি স্পষ্ট করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সাতটি তাফসীরের বর্ণনা তুলে ধরেছি। আশা করি যার মনে কোন জটিলতা নেই, অসৎ উদ্দেশ্য নেই, 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন অবশ্যই হবে এ বিষয়ে সে সঠিক ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। লেখক জনাব অধ্যক্ষ সাহেব যেভাবে দলীল চেয়েছেন আশাকরি, তিনিও সঠিক পথের সন্ধান পাবেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এটাই কামনা করছি।

আমার বিশ্বাস লেখক অধ্যক্ষ সাহেব এবং যে মহাপণ্ডিতের তিনি উদ্ধৃতি টেনেছেন উভয়েই কুরআন ও হাদীসের ভিতরে প্রবেশ না করে বাইরে থেকেই বিভ্রান্ত মু'তাযিলা, দার্শনিক ও নাস্তিকদের উড়ন্ত কথা নিয়েই লম্প-ঝম্প করেছেন এবং সঠিক আকীদা-বিশ্বাসকে ভুল বলার চেষ্টা করেছেন।

লেখক তার বইয়ে "ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন হবে না" এ মর্মে কোন গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। যা কিছু উল্লেখ করেছেন তা একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। অতএব লেখকের কথাগুলো খণ্ডন করার মত কিছুই নেই।

---

[২৯] ইকামাতুল বুরহান শায়খ হামূদ আত তুয়াইজিরী «اقامة البرهان فى الرد على من انكر خروج المهدى والدجال ونزول المسيح فى اخر الزمان» ০২ পৃষ্ঠা, আল মুফাসসাল- শায়খ আলী বিন নাইফ আশশাহুদ المفصل فى الرد على شبهات اعداء الاسلام -২/১২০।

এর পরেও লেখক এবং মাওলানা আকরাম খাঁর কিছু কথা এখানে তুলে ধরলাম- প্রকৃত অবস্থা পাঠককে জানানোর জন্য। বইয়ের ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠায় বলেন,

"শেষ জামানায় 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম এ পৃথিবীতে পুনঃআগমন করবেন মর্মে দেশের এক শ্রেণীর আলেমগণের মুখে খৈ ফুটানো ভাষায় যত্রতত্র শোনা যাচ্ছে আর এই কথাগুলো হাটে বাজারে এমন কি চায়ের দোকানে সাধারণ লোকদের মুখে এখন প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগমনের কারণ প্রসঙ্গে তাদের বলতে শোনা যায় কানা দাজ্জাল নামে এক মস্তবড় সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ লোকের আবির্ভাব হবে। তার স্বেচ্ছাচারিতায় সারাদেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে। স্বাভাবিক জীবন পরিচালনা একেবারে অচল হয়ে পড়বে। এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই কানা দাজ্জালকে মারার জন্য আল্লাহ ইমাম মাহদী ও 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে এই দুনিয়ায় পুনরায় পাঠাবেন। ইমাম মাহদীর হাতে কানা দাজ্জাল মারা যাবেন এবং সেখানে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম ইমামতি করবেন। এখন দেশ অশান্তিতে ভরে গেছে এবং সেই সময় দেশে শান্তি ফিরে আসবে তাই মানুষ এখন হা করে চেয়ে আছে ঐ দিনটির দিকে কবে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম পুনঃআগমন করবেন। আমার কাছে এসবের কিছু লোক দলীলবিহীন কাহিনী বলতে শুরু করলে তাদেরকে আমি মোটেই পাত্তা দেইনি। কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ডঃ জাকির নায়েকের Peace T.V-তে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় কোন কোন আলেমগণের মুখে 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমনের কথা নিজ কানে শুনলাম তখন আমার মগজটা বন বন করে ঘুরে উঠল। ঘুরে উঠার বড় কারণ হল তাদের ভাষণের পিছনে কুরআন ও হাদীসের কোন কথা শুনতে পাইনি।"

লেখকের বক্তব্য মনে হয় তিনি যেন দাজ্জাল, ইমাম মাহদী সবকিছুই অস্বীকার করতে চান। আমার মনে হয় তিনি এসব বিষয়ে একেবারে অজানা ছোট্ট শিশু, কুরআন-হাদীস সম্পর্কে কিছুই জানেননি এবং জানার

চেষ্টাও করেননি। যদি তাই হয় তাহলে এ অজানা অবস্থায় কলম ধরা ও মন্তব্য করা চরম ধৃষ্টতার পরিচয়। আর যদি তিনি এ বিষয়ক হাদীসগুলো জানতেন এরপরও হাদীস গ্রহণ না করে উপেক্ষা করেছেন, অস্বীকার করেছেন, তাহলে তিনি ইসলাম হারা হতভাগা ছাড়া কিছুই নন। কারণ, দাজ্জাল, ইমাম মাহদী ও 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে যা মুতাওয়াতির পর্যন্তও পৌঁছেছে। বিশেষ করে দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন।[৩০]

এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করলে কখনও মুমিন থাকতে পারে না।

আমার মনে হয় তিনি মাওলানা আকরাম খাঁ এর বই পড়েই অন্ধ হয়ে গেছেন, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস আর চোখে দেখেনি।

লেখক মাওলানা আকরাম খাঁ এর কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন হবে না প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমি মনেকরি মাওলানা সাহেবের বক্তব্যের জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর পুনঃআগমন প্রমাণের জন্য আমরা যে আয়াত ও স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি মাওলানা সাহেব তার ধারে কাছেও যাননি। বরং তিনি সূরা নিসার ৫৫ নং আয়াত, কিছু সহায়ক আয়াত এবং হাদীস দিয়ে 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর মৃত্যু হয়েছে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'ঈসা আলায়হিস্-সালাম-এর মৃত্যু হয়েছে কিনা? সে আলোচনায় আমরা এর জবাব দিব। তাকে হত্যাও করা হয়নি, শূলবিদ্ধও করা হয়নি, মৃত্যুবরণও করেননি বরং আল্লাহ তা'আলা উপরে তুলে নিয়েছেন, এখনও জীবিত রয়েছে– এ মর্মে কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত অধ্যক্ষ সাহেবকে জানাতে চাই যে, মাওলানা আকরাম খাঁ আমাদের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র, আমরাও তার অবদানকে স্বীকার করি। কিন্তু মাযহাবীদের মত অন্ধ অনুসরণ করি না। প্রায় ২০-২৫ বছর আগের কথা

---

[৩০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৩২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৮৯।

বলছি, মাওলানা আকরাম খাঁ এর রচিত "মুস্তফা চরিত" বইটি আমার পড়ার সুযোগ হলে বইয়ের প্রথমের দিকে পেলাম তিনি "সহীহুল বুখারী" নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন, সহীহুল বুখারীর হাদীস নিশ্চিন্তেভাবে গ্রহণ করা যাবে না এ মর্মে কিছু প্রমাণ ও যুক্তিও পেশ করেছেন। তখন আমি ছাত্র, মাওলানা আকরাম খাঁকে ভালবাসি, কিন্তু তার চেয়ে আরো বেশি ভালবাসি বিশ্বস্বীকৃত ইমাম বুখারীকে। জ্ঞানী মানুষদের সাথে কথা বললাম, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু পড়া লেখা করলাম বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হল যে, মাওলানা আকরাম খাঁ হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে অজানা থাকায় তিনি এ অবাস্তব মন্তব্য করেছেন। "মুস্তফা চরিত" পড়ে আরো বেশ কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী কথা পেয়েছিলাম। সর্বোপরি যা বুঝেছি তিনি সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীলকে প্রাধান্য দেন না, বরং বিবেক সম্মত হলে গ্রহণ করেন, আর না হলে গ্রহণ না করে অন্যমত অবলম্বন করেন। এটা মূলত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নীতি, আহলে হাদীস বা সালাফী নীতি নয়। অতএব মাওলানা সাহেবের লেখনী পড়ার সময় সকল পাঠককে একথা মনে রাখতে হবে। অধ্যক্ষ সাহেবের সমস্যাটা এরূপই। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের সহযোগিতা না নিয়ে মাওলানা সাহেবের অন্ধ অনুসরণ করেছেন। আশাকরি তিনি ইসলামের প্রতিটি বিষয় প্রথমেই কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করলে সমস্যা মুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ।

আশা করছি বিষয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট, আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে বিশ্বস্বীকৃত দু'একজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করে ইতি টানতে চাই। মূলত প্রসিদ্ধ সাতটি তাফসীরের বক্তব্যে একাধিক প্রসিদ্ধ ইমামের বক্তব্য এসে গেছে।

ইমাম কাজী ইয়ায (রহঃ) বলেন :

نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله . فوجب

إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم ، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى : ﴿وخاتم النبيين﴾ وبقوله ﷺ : (لا نبي بعدي) وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا ﷺ ، وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ، ولا في الأحاديث شيء من هذا ، بل صحت الأحاديث أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ، ويحيي من امور شرعنا ما هجره الناس.

"ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমন এবং দাজ্জালকে হত্যা করার বিষয়টি একাধিক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হওয়ায় আহলুস সুন্নাহ হক-সত্য বলে বিশ্বাস করে, শরীয়াতের কোন দলীল বা যুক্তির আলোকে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, অতএব তা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর কতক মু'তাযিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায় মূলতঃ তা অস্বীকার করেছে। তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর বাণী (وخاتم النبيين) 'সর্বশেষ নাবী' এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী (لانبي بعدي) "আমার পরে কোন নাবী আসবে না" এবং এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্যের মাধ্যমে 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমনের হাদীস বিবর্জিত হয়েছে। আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরীয়াত হল কিয়ামত পর্যন্ত যা কখনও রহিত হবে না।

মূলতঃ তাদের এ ধারণা ও দলীল পেশ সম্পূর্ণ ভুল, কারণ 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নাবী হিসেবে এবং এমন শরীয়াত নিয়ে আসবেন যা আমাদের শরীয়াতকে রহিত করে দিবে। 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর পুনঃআগমনের হাদীসসমূহে এমন কোন কথা নেই বরং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন ন্যায় নিষ্ঠাবান শাসক হিসেবে আগমন করবেন এবং আমাদের শরীয়াতের মাধ্যমে শাসন

পরিচালনা করবেন। অনুরূপ তিনি আমাদের শরীয়াতের এমন কতক বিষয় পুনরুজ্জীবিত করবেন যা মানুষ বর্জন করেছে।"[৩১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন :

نـزول عيسى عليـه الـسلام وقتلـه الـدجال حـق صحيح عنـد أهـل الـسنة للأحاديث الـصحيحة في ذلـك ، ولـيس في العقـل ولا في الـشرع مـا يبطلـه ، فوجب إثباتـه وأنكـر ذلـك بعـض المعتزلـة والجهميـة ومـن وافقهـم ، وزعمـوا أن هـذه الأحاديـث مـردودة بقولـه تعـالى : ﴿وخـاتم النبيـين﴾ وبقولـه ﷺ : (لا نـبي بعدي) وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينـا ﷺ ، وأن شـريعته مؤبـدة إلى يوم القيامة لا تنسخ . وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليـه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ، ولا في الأحاديث شيء مـن هـذا ، بـل صحت الأحاديث أنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ، ويحيي من امور شـرعنا ماهجره الناس.

"ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম জীবিত আল্লাহ তাকে স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় উপরে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহর বাণী, (اني متوفيك) اني قابـضك অর্থাৎ আমি তুলে নিয়েছি। অনুরূপ প্রমাণিত হয় যে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম নিষ্ঠাবান শাসক হিসেবে দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে সাদা মিনারায় অবতরণ করবেন, অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং জিযিয়া বা কর বন্ধ করবেন। অতঃপর বলেন, التـوفى শব্দটি কুরআনে তিন অর্থে ব্যবহার হয়েছে : পরিপূর্ণ করা, মৃত্যু ও ঘুম। তবে আগে পিছে আয়াতের অবস্থা অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করতে হবে।"[৩২]

---

[৩১] ইতহাফুল জামাআহ- শায়খ হামূদ আত তুয়াইজিরী- ৩/১৩১ পৃঃ, আল ইরশাদ ইলা সহীহ আল ইতিকাদ- শায়খ আল ফাউযান- ২/২১৭, শরহু মুসলিম ইমাম নববী- দাজ্জালের আগমন অধ্যায়, আওনুল মা'বূদ- দাজ্জালের আগমন অধ্যায়।

[৩২] মুখতাসার ফাতাওয়া মাসরিয়্যাহ্- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্- ১/১৯২।

বিশ্বস্বীকৃত আলেম ও সাউদী ফাতাওয়া বোর্ডের সাবেক প্রধান আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহঃ)-এর বক্তব্য :

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে আকাশে তুলে নেয়া হয়নি এবং তিনি শেষ যামানায় পুনঃআগমন করবেন না তার হুকুম কি?

উত্তর : তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে সাহায্য চেয়ে বলেন,

قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه، وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وثبت أن ذلك النزول من أشراط الساعة. وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما ذكرناه.

"কুরআন সুন্নাহর একাধিক দলীলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আলায়হিস্ সালাম তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আত্মা ও স্বশরীরে তাকে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, তাকে হত্যাও করা হয়নি এবং শূলবিদ্ধও করা হয়নি। তিনি শেষ যামানায় পুনঃআগমন করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে দিবেন, শূকর হত্যা করবেন কর- ট্যাক্স বন্ধ করবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম মেনে নিবেন না। আর এ পুনঃআগমনই হল কিয়ামতের একটি আলামত। এসব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের দলীল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।"

পরিশেষে বলেন,

«أن من قال ان المسيح قتل او صلب او مات موتا طبيعيا ولم يرفع إلى السماء، أو قال إنه قد أتى أو سيأتي مثيله، وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله ﷺ ومن كذب الله ورسوله

فقد كفر , والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال, وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا»

যে ব্যক্তি বলে যে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে হত্যা করা হয়েছে, অথবা **শূলবিদ্ধ** করা হয়েছে অথবা সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে **আকাশে** তুলে নেয়া হয় নি, এবং তিনি আকাশ হতে অবতরণ করবেন না, পুনঃআগমনও করবেন না। সে যেন আল্লাহ তা'আলার উপর বড় ধরনের মিথ্যারোপ করল বরং আল্লাহ ও তার রাসূলকে মিথ্যা জানল, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে মিথ্যা মনে করে সে কাফির হয়ে যায়। প্রশাসনের কর্তব্য হল যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে তাকে তাওবা করার সুযোগ দিবে, কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহ তার কাছে তুলে ধরবে, যদি সে তাওবা করে, হকের দিকে ফিরে আসে আলহামদুলিল্লাহ, নচেৎ তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করতে হবে। অতঃপর এ বিষয়ে দলীল প্রমাণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।[৩৩]

পরিশেষে আশা করি, শেষ যামানায় 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন প্রসঙ্গে কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহ আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আকীদাহ্ ও বক্তব্য এই যে, "ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পুনঃআগমন ঘটবে এবং তিনি আমাদের শরীয়াত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। লেখক অধ্যক্ষ সাহেব এবং সকল পাঠক গুরুত্ব সহকারে পড়লে নিশ্চয়ই ভ্রান্তধারণা থেকে সঠিক বিশ্বাসে ফিরে আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। লেখক অধ্যক্ষ সাহেব তার পুস্তিকার ২২ পৃঃ উপসংহারে যেভাবে বলেছেন এতে আমি আশাবাদী আমার এ লেখনীর মাধ্যমে তিনি অবশ্যই সত্যের **সন্ধান** পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যারা আজ এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় দিশেহারা তারা সঠিক পথের সন্ধান পেলে **আমার** এ ক্ষুদ্র শ্রম সফল ও সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

---

[৩৩] বিস্তারিত : মাজমু ফাতওয়া ইবনে বায- ১/৪২৯-৪৩৩ পৃঃ।

কুরআন ও সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়াও অতীত ও বর্তমান ইসলামী মনীষীদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছি আশা করি এতে বিষয়টি অতি সহজে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ। লেখক আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন : 'ঈসা আলায়হিস সালাম বেঁচে নেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়নি এবং তিনি বিনা বাপে জন্ম নেননি ইত্যাদি। আমার মনে হয় মাওলানা আকরাম খাঁর ভুল ধারণার কারণে তিনি কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা না নিয়ে ভুল ধারণাই গ্রহণ করেছেন। আমরা বলতে চাই হক কথা হল 'ঈসা আলায়হিস সালাম মৃত্যুবরণ করেননি, তাঁকে হত্যাও করা হয়নি, শূলিবিদ্ধও করা হয়নি, বরং আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নিয়েছেন। তিনি আকাশে জীবিত রয়েছেন। আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি বাবা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নির্দেশে জন্মলাভ করেছেন। এ বিষয়গুলো সবই কুরআন ও সুন্নাহয় প্রমাণিত। এতে কোন সন্দেহ করার সুযোগ নেই। সম্ভব অনুযায়ী সব বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণ সহকারে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সকল প্রকার বাতিল চিন্তা ধারণা বর্জন করে আমরা যেন কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদাহ্য় বিশ্বাসী হতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রাপ্তিস্থান

জমঈয়ত প্রধান কার্যালয়
৪, নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড। ফোন : ০২-৯৫১২৪৩৪

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা। ফোন : ০২-৭১১২৭৬২

মাদরাসা দারুস্ সুন্নাহ
৬২৮, ব্লক- ধ, মিরপুর- ১২, পল্লবী। ফোন : ০২-৮০৫২১৯৮

হাদীস একাডেমী
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০। ফোন : ০২-৯৫৯১৮০১

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭

আহ্সান পাবলিকেশন্স **কাঁটাবন বই ঘর**
কাঁটাবন মাসজিদ মার্কেট, ঢাকা।

দিশারী বুক হাউজ
নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২-১৫৮৪৪০

মাদরাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়া আস্ সালাফিয়া
আবদুল্লাহপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, মোবাইল : ০১৭২৮-৩৭৮২০৯

কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মাসজিদ
তাঁতীপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর। মোবাইল : ০১৭১৭-০০৪১১৬

শাহিন লাইব্রেরী
কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মাসজিদ সংলগ্ন, চেলোপাড়া, বগুড়া।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
রাণীবাজার, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

আল-খাইর পাবলিকেশন্স